New Age, 03 April 3, 2024

PADMA BRIDGE CONSTRUCTION

Income of 20.66pc of resettled population declines: BIISS

Incomes of 20.66 per cent of the resettled population have decreased while the wages of 24.41 of them have remained unchanged due to the construction of the Padma Multipurpose Bridge commenced in 2022, according to a study.

Researchers revealed the findings at a book launching seminar on 'Development-Human Security Nexus: A Study on Padma Bridge Resettlement Areas' organised by the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies at its auditorium in the capital on Tuesday.

A team of researchers from the BIISS and the Bangladesh Institute of Planners conducted the study from June, 2021 to February, 2023 in the affected areas of three districts—Munshiganj, Madaripur and Shariatpur—where 3012 households were displaced due to the bridge, connecting 21 south-eastern districts with Dhaka and other parts of the country.

'The study conducted on 250 households out of 3012 affected by the bridge construction over the River Padma shows that wages of 42.25 of them increased after their resettlement where they were trained in different trades,' said the BIISS research officer Md Rafid Abrar Miah while presenting the major findings of the research incorporated in the book.

He, however, said that wages of 20.66 resettled population decreased while incomes of 24.41 of them remained unchanged after their displacement induced by the development activities in the bridge area.

Analysing the economic, environment and social impacts of the mega project, Rafid said that the affected population's access to health services had increased following the commissioning of the bridge.

Addressing the book launching as chief guest, state minister for finance Waseqa Ayesha Khan said that the Padma Bridge was one of the best examples of the sustainable development and dignity of the people.

She also said that the government of Sheikh Hasina had faced various conspiracies in the building of the bridge as the World Bank withdrew funding for the project.

She emphasised on inclusive and sustainable development and suggested that development should not come at the expense of human security.

She also said that the government of Bangladesh was well aware of the human security dimension of that the government of development endeavours and the Padma Bridge was the best example of it.

Director general of the BIISS, major general Md Abu Bakar Siddique Khan, delivered welcome address while the BIISS senior research fellow Razia Sultana introduced the book to the audience. Professor Delwar Hossain, professor of international relations department at Dhaka University and a member of Bangladesh Public Service Commission and country representative of the IUCN, Bangladesh and general secretary of the Bangladesh Institute of Planners Shaikh Muhammad Mehedi Ahsan spoke on the book as discussants with the BIISS chairman Gousal Azam Sarker in the chair.

Senior officials from different ministries, members of the diplomatic community, former ambassadors, senior civil and military officials, media, academics and students from various universities, business community and representatives from international organisations participated in the book launching ceremony.

https://www.newagebd.net/article/229420/income-of-2066pc-of-resettled-population-declines-biiss

আমাদের সময়, ০২ এপ্রিল ২০২৪

পদ্মা সেতু আমাদের গর্ব: অর্থ প্রতিমন্ত্রী

পদ্মা সেতুর ওপর লেখা গবেষণাগ্রন্থের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান

অর্থ প্রতিমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের অর্থ ও পরিকল্পনাবিষয়ক সম্পাদক ওয়াসিকা আয়শা খান বলেছেন, ‘পদ্মা সেতু আমাদের গর্ব। পদ্মা সেতু বাঙালির শক্তি ও মর্যাদার প্রতীক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু নির্মাণের মাধ্যমে বাঙালিকে বিশ্বে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই পদ্মা সেতু।’

আজ মঙ্গলবার রাজধানীর বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) অডিটোরিয়ামে পদ্মা সেতু পুনর্বাসন এলাকার ওপর গবেষণাগ্রন্থ ‘ডেভেলপমেন্ট-হিউম্যান সিকিউরিটি নেক্সাস’-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

অর্থ প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘পদ্মা সেতু দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলাকে জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পদ্মা সেতু নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র হওয়ার পরেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্টকে পদ্মা সেতুর ছবি উপহার দেন, তখন আমরা সবাই গর্ববোধ করেছি।’

তিনি বলেন, ‘অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। বর্তমান সরকার যেকোনো উন্নয়নপ্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের উপযোগিতা ও

নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়, যার অন্যতম উদাহরণ পদ্মা সেতু প্রকল্পের বাস্তবায়ন।’

বিআইআইএসএস-এর চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত এ এফ এম গওসোল আযম সরকারের সভাপতিত্বে গবেষণাগ্রন্থ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিজের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. আবু বকর সিদ্দিক খান, এনডিসি।

এ গবেষণাগ্রন্থের পরিচিতি তুলে ধরেন বিজের সিনিয়র রিচার্স ফেলো ড. রাজিয়া সুলতানা এবং গবেষণার ফল উপস্থাপন করেন রিসার্চ অফিসার মো. রাফিদ আবরার মিয়া।

গবেষণাগ্রন্থের ওপর আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক এবং পিএসসি সদস্য অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন এবং আইইউসিএন বাংলাদেশের পরিচালক শেখ মো. মেহেদি হাসান। পরে বইয়ের ওপর উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

https://www.dainikamadershomoy.com/details/018e9f43b1f1

মানবজমিন, ০৩ এপ্রিল ২০২৪

দেশ বিদেশ: পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের ৪২ শতাংশের আয় বেড়েছে

পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩ হাজার পরিবারের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে সরকার। তাদের মধ্যে ৪২ শতাংশ জনগোষ্ঠীর আয় আগের চেয়ে বেড়েছে। মঙ্গলবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিস) এ বিষয়ে একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করে। বিসের গবেষণায় ওঠে আসে যে, পদ্মা সেতু তৈরির কারণে যারা ভূমিহীন হয়েছেন তাদেরকে ওই অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা যেমন শরীয়তপুর, মাদারীপুর ও মুন্সীগঞ্জে প্রত্যাবাসন করা হয় এবং তাদেরকে বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। গবেষণায় দেখা যায় যে সেতু চালু হওয়ায় আগের ঘাটকেন্দ্রিক পেশাগুলোর গুরুত্ব একদম কমে গেছে। সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে নারীর সংখ্যা বেশি। অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান প্রধান অতিথির বক্তব্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের নিরাপত্তার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানটি বিসের চেয়ারম্যান এ এফ এম গওসোল আযম সরকার সঞ্চালনা করেন। এদিকে বিসের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অনুষ্ঠানে বিস-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. আবু বকর সিদ্দিক খান স্বাগত বক্তব্য রাখেন। বইয়ের পরিচিতি পেশ করেন বিসের ঊর্ধ্বতন গবেষণা ফেলো ও বইয়ের অন্যতম লেখক ড. রাজিয়া সুলতানা।

গবেষণায় প্রধান প্রধান বিষয়গুলো তুলে ধরেন গবেষণা কর্মকর্তা মো. রাফিদ আবরার মিয়া। আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য ড. দেলোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর সাধারণ সম্পাদক ও আইইউসিএন-এর কান্ট্রি ডিপ্রেজেন্টেটিভ শেখ মোহাম্মদ মেহেদি আহসান। স্বাগত বক্তব্যে বিস এর মহাপরিচালক

মেজর জেনারেল মো. আবু বকর সিদ্দিক খান বলেন, পদ্মা সেতু একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সুদূর প্রসারী অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন কূটনীতি আরও উন্নত হবে এবং সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশ লাভবান হবে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের নিরাপত্তার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। উন্নয়ন কাজ করার সময় বাংলাদেশ সরকার যে মানুষের নিরাপত্তার বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়, পদ্মা সেতু প্রকল্পের কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। রাষ্ট্রদূত গওসোল আযম সমাপনী বক্তব্যে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্বাহে ভরণপোষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। এরকম পরিস্থিতিতে পদ্মা সেতুর ক্ষেত্রে তিনি একটি যৌক্তিক ও ন্যায় সঙ্গত সমাধান খোঁজার পরামর্শ দেন। সেমিনারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, বিদেশে মিশনগুলোর প্রতিনিধি, কূটনৈতিক, ঊর্ধ্বতন সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা, একাডেমিয়া, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা সংস্থার প্রতিনিধি ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বগণ গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরেন।

https://mzamin.com/news.php?news=104384

বনিক বার্তা, ০৩ এপ্রিল ২০২৪

সেমিনারে বক্তারা
বিশ্বের অন্যান্য মেগা প্রজেক্টের মতো পদ্মাসেতুও মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে

পদ্মাসেতু বাস্তবায়নে ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে। পদ্মাসেতু বিশ্বের অন্যান্য মেগা প্রকল্পের মতো মানুষের জীবন মান বদলে দিয়েছে। তিন জেলার মানুষের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। শুধু তাই নয় পদ্মাসেতু রিসেটেলমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যানে জনসাধারণের জীবনেও পরিবর্তন এসেছে। প্রত্যেক সাইটে স্কুল, মসজিদ, মার্কেট, বিদ্যুৎ, সড়কসহ প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা রয়েছে।

মঙ্গলবার (২ এপ্রিল) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত ‘ডেভেলাপমেন্ট হিউম্যান সিকিউরিটি নেক্সাস: এ স্টাডি অন পদ্মা ব্রিজ রিসেটেলমেন্ট এরিয়াস’ শীর্ষক একটি পুস্তক উন্মোচন সেমিনারের বক্তারা এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিআইআইএসএস-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবু বকর সিদ্দিক খান। বইয়ের অন্যতম লেখক ড. রাজিয়া সুলতানা বইটির পরিচিতি তুলে ধরেন। বিআইআইএসএসের গবেষণা কর্মকর্তা রাফিদ আবরার মিয়া গবেষণায় প্রাপ্ত প্রধান বিষয়গুলো তুলে ধরেন।

বইটির আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য ড. দেলোয়ার হোসেন এবং আইইউসিএন এর কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সাধারণ সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ মেহেদি আহসান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিআইআইএসএস-এর চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্ট্রদূত এ এফ এম গওসোল আযম সরকার।

স্বাগত বক্তব্যে বিআইআইএসএস-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. আবু বকর সিদ্দিক খান বলেন, পদ্মা সেতু একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সুদূরপ্রসারী অর্থনীতিক উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন কূটনীতি আরো উন্নত হবে ও সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশ লাভবান হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের নিরাপত্তার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি বলেন, পদ্মাসেতু বিশ্বের অন্যান্য মেগা প্রকল্পের মতো মানুষের জীবন মান বদলে দিয়েছে। শুধু তাই নয় পদ্মাসেতু রিসেটেলমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যানে জনসাধারণের জীবনেও পরিবর্তন এসেছে। প্রত্যেক রিসেটেলমেন্ট সাইটে স্কুল, মসজিদ, মার্কেট, বিদ্যুৎ, সড়কসহ প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা রয়েছে।

বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্ট্রদূত এ এফ এম গওসোল আযম সরকার সমাপনী বক্তব্য রাখেন। তিনি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্বাহে ভরণ পোষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

সেমিনারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বৈদেশিক দূতাবাসের প্রতিনিধি, সাবেক কূটনৈতিক, সামরিক কর্মকর্তা, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন ও তাদের মতামত তুলে ধরেন।

https://bonikbarta.net/home/news_description/379210/বিশ্বের-অন্যান্য-মেগা-প্রজেক্টের-মতো-পদ্মাসেতুও-মানুষের-জীবন-বদলে-দিয়েছে

দৈনিক জামালপুর, ২ এপ্রিল ২০২৪

অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের উৎকৃষ্ট উদাহরণ পদ্মাসেতু

অর্থ প্রতিমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক ওয়াসিকা আয়শা খান এমপি বলেছেন, অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের উৎকৃষ্ট উদাহরণ পদ্মাসেতু। তিনি বলেন, ‘পদ্মা সেতু আমাদের গর্ব। পদ্মা সেতু বাঙালির শক্তি ও মর্যাদার প্রতীক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু নির্মাণের মাধ্যমে বাঙালিকে বিশ্বে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই পদ্মাসেতু।’ অর্থ প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল

স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) অডিটোরিয়ামে পদ্মা সেতু পুনর্বাসন এলাকার ওপর গবেষণাগ্রন্থ 'ডেভেলপমেন্ট-হিউম্যান সিকিউরিটি নেক্সাস'র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, 'পদ্মা সেতু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলাকে জাতীয় অর্থনীতির সাথে সংযুক্ত করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পদ্মা সেতু নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র হওয়ার পরেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্টকে পদ্মা সেতুর ছবি উপহার দেন, তখন আমরা সবাই গর্ববোধ করেছি।' অর্থ প্রতিমন্ত্রী বলেন, অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। বর্তমান সরকার যেকোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের উপযোগিতা ও নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়, যার অন্যতম উদাহরণ পদ্মাসেতু প্রকল্পের বাস্তবায়ন। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক স্টাডিজের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত এ এফ এম গওসোল আযম সরকারের সভাপতিত্বে গবেষণাগ্রন্থ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইআইএসএস'র মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. আবু বকর সিদ্দিক খান। এ গবেষণাগ্রন্থের পরিচিতি তুলে ধরেন বিআইআইএসএস'র সিনিয়র রিচার্স ফেলো ড. রাজিয়া সুলতানা এবং গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন রিসার্চ অফিসার মো. রাফিদ আবরার মিয়া। গবেষণাগ্রন্থের উপর আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক এবং পিএসসি সদস্য প্রফেসর ড. দেলোয়ার হোসেন এবং আইইউসিএন বাংলাদেশের পরিচালক শেখ মো. মেহেদি হাসান।

https://www.dainikjamalpur.com/অন্তর্ভূক্তিমূলক-ও-টেকসই-উন্নয়নের-উৎকৃষ্ট-উদাহরণ-পদ্মাসেতু/74399

ঢাকা টাইমস, ০৩ এপ্রিল ২০২৪
বিআইআইএসএসে পদ্মা সেতু বিষয়ক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ বা বিআইআইএসএসে 'Development-Human Security Nexus: A study on Padma Bridge Resettlement Areas' শীর্ষক একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে রাজধানীর নিউ ইস্কাটনে অবস্থিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির অডিটরিয়ামে এ সংক্রান্ত একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরকারের অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান এমপি। সেখানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. আবু বকর সিদ্দিক খান।

সেমিনারে 'Development-Human Security Nexus: A study on Padma Bridge Resettlement Areas' বইটির পরিচিতি তুলে ধরেন সেটির অন্যতম লেখক ড. রাজিয়া সুলতানা। বইটি সম্পর্কে গবেষণা প্রাপ্ত প্রধান বিষয়গুলো তুলে ধরেন বিআইআইএসএসের গবেষণা কর্মকর্তা মো. রাফিদ আবরার মিয়া।

বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত এ এফ এম গওসোল আযম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বইটির আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তজার্তিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক ও বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য ড. দেলোয়ার হোসেন। আরও বক্তব্য দেন আইইউসিএনের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সাধারণ সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ মেহেদী আহসান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের নিরাপত্তার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। উন্নয়নমূলক কাজ করার সময় সরকার যে মানুষের নিরাপত্তার বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়, পদ্মা সেতু প্রকল্পের কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

স্বাগত বক্তব্যে বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক আবু বকর সিদ্দিক খান বলেন, 'পদ্মা সেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সুদূর প্রসারী অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের কূটনীতি আরও উন্নত হবে এবং সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশ লাভবান হবে।'

সমাপনী বক্তব্যে বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান গওসোল আযম সরকার মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি প্রকল্প এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্বাহে ভরণপোষনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। এরকম পরিস্থিতিতে পদ্মা সেতুর ক্ষেত্রে তিনি একটি যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত সমাধান খোঁজার পরামর্শ দেন।

এদিনের সেমিনারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বৈদেশিক দূতাবাসের প্রতিনিধি, সাবেক কূটনীতিক, উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা, একাডেমিয়া, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রতিনিধি এবং

বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে তাদের মূল্যবান মতামত তুলে ধরেন।

https://www.dhakatimes24.com/2024/04/03/349042

নিউজ টু নারায়নগনঞ্জ, ০৩ এপ্রিল ২০২৪

অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের উৎকৃষ্ট উদাহরণ পদ্মাসেতু : অর্থ প্রতিমন্ত্রী

অর্থ প্রতিমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের অর্থ ও পরিকল্পনাবিষয়ক সম্পাদক ওয়াসিকা আয়শা খান বলেছেন, “পদ্মা সেতু আমাদের গর্ব, বাঙালির শক্তি ও মর্যাদার প্রতীক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সেতু নির্মাণের মাধ্যমে বাঙালিকে বিশ্বে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই পদ্মা সেতু।”

মঙ্গলবার (২ এপ্রিল) ঢাকায় বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক স্টাডিজের অডিটোরিয়ামে পদ্মা সেতু পুনর্বাসন এলাকার ওপর গবেষণাগ্রন্থ ‘ডেভলপমেন্ট-হিউম্যান সিকিউরিটি নেক্সাস’র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

ওয়াসিকা আয়শা খান বলেন, “পদ্মা সেতু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলাকে জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অনেক ষড়যন্ত্র হওয়ার পরেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্টকে পদ্মা সেতুর ছবি উপহার দেন, তখন আমরা সবাই গর্ববোধ করেছি।”

অর্থ প্রতিমন্ত্রী বলেন, “বর্তমান সরকার যেকোনো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের উপযোগিতা ও নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। যার অন্যতম উদাহরণ পদ্মা সেতু প্রকল্পের বাস্তবায়ন।”

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক স্টাডিজের চেয়ারম্যান এ এফ এম গওসোল আযম সরকারের সভাপতিত্বে গবেষণাগ্রন্থ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিজের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. আবু বকর সিদ্দিক খান।

এ গবেষণাগ্রন্থের পরিচিতি তুলে ধরেন বিজের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. রাজিয়া সুলতানা এবং গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন রিসার্চ অফিসার মো. রাফিদ আবরার মিয়া।

গবেষণাগ্রন্থের ওপর আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক এবং পিএসসি সদস্য প্রফেসর ড. দেলোয়ার হোসেন এবং আইইউসিএন বাংলাদেশের পরিচালক শেখ মো. মেহেদি হাসান। পরে বইয়ের ওপর উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।”

https://www.news2narayanganj.com/134573

বিএসএসনিউজ, ০৩ এপ্রিল ২০২৪

অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের উৎকৃষ্ট উদাহরণ পদ্মাসেতু : অর্থ প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২ এপ্রিল, ২০২৪ (বাসস) : অর্থ প্রতিমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক ওয়াসিকা আয়শা খান এমপি বলেছেন, অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের উৎকৃষ্ট উদাহরণ পদ্মাসেতু।

তিনি বলেন, ‘পদ্মা সেতু আমাদের গর্ব। পদ্মা সেতু বাঙালির শক্তি ও মর্যাদার প্রতীক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু নির্মাণের মাধ্যমে বাঙালিকে বিশ্বে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই পদ্মাসেতু।’

অর্থ প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) অডিটোরিয়ামে পদ্মা সেতু পুনর্বাসন এলাকার ওপর গবেষণাগ্রন্থ ‘ডেভেলপমেন্ট-হিউম্যান সিকিউরিটি নেক্সাস’র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘পদ্মা সেতু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলাকে জাতীয় অর্থনীতির সাথে সংযুক্ত করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পদ্মা সেতু নিয়ে

অনেক ষড়যন্ত্র হওয়ার পরেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্টকে পদ্মা সেতুর ছবি উপহার দেন, তখন আমরা সবাই গর্ববোধ করেছি।'

অর্থ প্রতিমন্ত্রী বলেন, অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। বর্তমান সরকার যেকোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের উপযোগিতা ও নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়, যার অন্যতম উদাহরণ পদ্মাসেতু প্রকল্পের বাস্তবায়ন।

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক স্টাডিজের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত এ এফ এম গওসোল আযম সরকারের সভাপতিত্বে গবেষণাগ্রন্থ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইআইএসএস'র মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. আবু বকর সিদ্দিক খান।

এ গবেষণাগ্রন্থের পরিচিতি তুলে ধরেন বিআইআইএসএস'র সিনিয়র রিচার্স ফেলো ড. রাজিয়া সুলতানা এবং গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন রিসার্চ অফিসার মো. রাফিদ আবরার মিয়া।

গবেষণাগ্রন্থের উপর আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক এবং পিএসসি সদস্য প্রফেসর ড. দেলোয়ার হোসেন এবং আইইউসিএন বাংলাদেশের পরিচালক শেখ মো. মেহেদি হাসান।

https://www.bssnews.net/bangla/national/132811

অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের উৎকৃষ্ট উদাহরণ পদ্মাসেতু : অর্থ প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২ এপ্রিল, ২০২৪ (বাসস)

অর্থ প্রতিমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক ওয়াসিকা আয়শা খান এমপি বলেছেন, অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের উৎকৃষ্ট উদাহরণ পদ্মাসেতু।

তিনি বলেন, ‘পদ্মা সেতু আমাদের গর্ব। পদ্মা সেতু বাঙালির শক্তি ও মর্যাদার প্রতীক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু নির্মাণের মাধ্যমে বাঙালিকে বিশ্বে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই পদ্মাসেতু।’

অর্থ প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) অডিটোরিয়ামে পদ্মা সেতু পুনর্বাসন এলাকার ওপর গবেষণাগ্রন্থ ‘ডেভেলপমেন্ট-হিউম্যান সিকিউরিটি নেক্সাস’র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘পদ্মা সেতু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলাকে জাতীয় অর্থনীতির সাথে সংযুক্ত করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পদ্মা সেতু নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র হওয়ার পরেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্টকে পদ্মা সেতুর ছবি উপহার দেন, তখন আমরা সবাই গর্ববোধ করেছি।’

অর্থ প্রতিমন্ত্রী বলেন, অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। বর্তমান সরকার যেকোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের উপযোগিতা ও নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়, যার অন্যতম উদাহরণ পদ্মাসেতু প্রকল্পের বাস্তবায়ন।

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক স্টাডিজের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত এ এফ এম গওসোল আযম সরকারের সভাপতিত্বে গবেষণাগ্রন্থ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইআইএসএস’র মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. আবু বকর সিদ্দিক খান।

এ গবেষণাগ্রন্থের পরিচিতি তুলে ধরেন বিআইআইএসএস’র সিনিয়র রিচার্স ফেলো ড. রাজিয়া সুলতানা এবং গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন রিসার্চ অফিসার মো. রাফিদ আবরার মিয়া।

গবেষণাগ্রন্থের উপর আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক এবং পিএসসি সদস্য প্রফেসর ড. দেলোয়ার হোসেন এবং আইইউসিএন বাংলাদেশের পরিচালক শেখ মো. মেহেদি হাসান।

bssnews.net

বিসের জরিপ

পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের ৪২ শতাংশের আয় বেড়েছে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট

০২ এপ্রিল ২০২৪, ১৭:৩৯

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়ে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করে

পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্প এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩ হাজার পরিবারের সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে সরকার। তাদের মধ্যে ৪২ শতাংশ জনগোষ্ঠীর আয় আগের থেকে বেড়েছে।

মঙ্গলবার (২ মার্চ) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিস) এ বিষয়ে একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করে।

বিসের গবেষণায় ওঠে আসে যে পদ্মা সেতু তৈরির কারণে যারা ভূমিহীন হয়েছেন তাদেরকে ওই অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা যেমন শরীয়তপুর, মাদারীপুর ও মুন্সীগঞ্জে প্রত্যাবাসন করা হয় এবং তাদেরকে বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

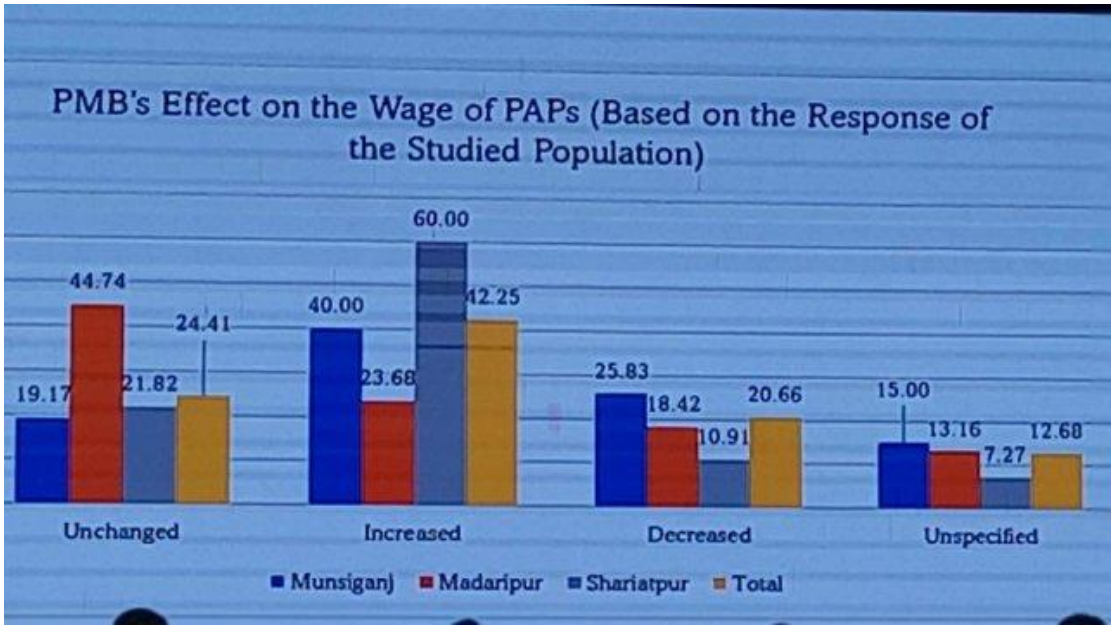

গবেষণায় দেখা যায় যে সেতু চালু হওয়ায় আগের ঘাটকেন্দ্রিক পেশাগুলোর গুরুত্ব একদম কমে গেছে। সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে নারীর সংখ্যা বেশি।

অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান প্রধান অতিথির বক্তব্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের নিরাপত্তার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানটি বিসের চেয়ারম্যান এ এফ এম গওসোল আযম সরকার সঞ্চালনা করেন।

পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের ৪২ শতাংশের আয় বেড়েছে
(banglatribune.com)